উত্তরাধিকার

রাজন নন্দী

আমি কখনও গোল মিস্ করে ফেললে
বন্ধুরা হত মহাক্ষ্যাপা। শুধু একজন-
হাতে তালি দিয়ে বলে উঠতেন, 'Better Next time''
সেই থেকে সারাজীবন;
যতবার মনে হয়েছে পাড়ছি না, হচ্ছে না
আমার অস্তিত্বের অলিন্দে অলিন্দে প্রতিদ্ধনিত হয়েছে-
'Better Next time'||

একবার আমার জ্বর, খুব ছটফট ছটফট।
বাবা সারা রাত আমার মাথার পাশে, উদ্বীগ্ন।
আমি হয়ত কখনও একটু ঘুমিয়েছি, বেহুশ - বেঘোরে,
বাবা রাত জেগে এ ঘর ও ঘরে।
এমন কত ঘটনা, স্মৃতি। বেড়ে উঠেছি
বাবার ছায়ায়, আদরে - শাসনে; নির্বিঘ্নে।

আমার বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের প্রথম দিন-
বাবা আমাকে বললেন, "এই যে যাচ্ছ, এরপর এইভাবে আর ফেরা হবে না। তোমার নতুন জীবন"
'আমার নতুন জীবন '- এ পায়ের নিচে তখন সর্ষে,
গতি গতি গতি।

বাবা, তোমার ছায়ার গন্ডী ছেড়ে
বিশ্বলোকে পাড়ি জমাবার কি দূর্দান্ত সব দিন!
তবু দেখ আজও, দেশ থেকে এত দূরে, এতদিন পরে
যতবার ফোনে তোমার কণ্ঠস্বর শুনি,
কল কল শব্দে আমার ভেতর যেন জেগে উঠে এক নদী
ওটা ক্রমশ সব ছাঁপিয়ে উঠে, ভাসিয়ে দিতে চায়।
অশ্রুসংবরণ করতে আমি চোখ বন্ধ করি. . .

ছোট্ট দুটি হাতের ঝাঁকুনি, চোখ মেলে
দেখি, আমার সন্তান। বাবা, ওর চোখে সেই একই মুগ্ধতা
যা আমার ভেতর তোমাকে নিয়ে। বাবা,
ও যখন হাসে, মনে হয় জল রঙ্গে ছবি আঁকেন গনেশ পাইন।
ও হাটলে ইচ্ছে করে বুক পেতে দেই; একটু যদি শুধতে পাড়ি তোমার কাছে আমার ঋণ।
ও হোঁচট খেলে, পড়ে গেলে, আমার কন্ঠ দিয়ে তুমিই যেন বলে ওঠ- 'Better Next time'||